... ও প্রত্যেক অসাধারণ

নামকরণ ঃ

'ফসিল [Fossil] শব্দের অর্থ প্রস্তরীভূত জীবদেহ বা জীবাশ্ম। 'ফসিল' গল্পের নামটি পাঠ করলেই পাঠকের মন অতীত কোনো জগতে চলে যেতে চায়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ফসিল বা প্রস্তরীভূত জীবদেহ লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার প্রাণীদের বিষয়ে নানা তথ্য জানায়। এই গল্পের নামকরণ দেখে সেই প্রাচীনযুগে প্রবেশের জন্য পাঠকমন তৈরী হয়ে যায়। কোনো অতীতলোকে পাড়ি দিতে চায় সে।

গল্পে যখন আমরা প্রবেশ করি তখন আর অতীতকালে আমাদের থাকতে হয় না। কালগত দূরত্ব লুপ্ত হয়। মহারাজ অরতিদমন, ম্যাককেনা-গিবসন, শ্রমিক নেতা দুলাল মাহাতো, মুখার্জী—এরা সকলেই চেনাদিনের গন্ধ বয়ে আনে। এরা কেউ অচেনা জগতে

Scanned by CamScanner

মানুষ বলে আমাদের মনে হয় না। অরাতিদমনের শোষণ ও প্রজাশাসন সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের শ্রেণী চরিত্রকে চিনিয়ে দেয়। গিবসন ম্যাককেনা-এরা নবোদ্ভূত বণিক সম্প্রদায়। এরাও শোষক তবে ছলাকলায় বেশী দক্ষ। মহারাজ যেখানে সরাসরি আঘাত হানেন এরা সেখানে স্বার্থ থাকলে তোয়াজ ও স্বার্থ ফুরালে বিতারণ এমনকি প্রয়োজনে হত্যা করতেও পিছপা হয় না। মহারাজের মুখের সামনে মুখোশ নাই কিন্তু মার্চেন্টরা মুখোশধারী শয়তান। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ মুখার্জী চেনাজগতের মানুষ। বুদ্ধিজীবি বাঙালী সে। চাকরীর প্রয়োজনেই তাকে শোষকশ্রেণীর দলের সঙ্গেই মিলেমিশে থাকতে হয়। মূল্যবোধকে দিতে হয় বিসর্জন। দুলালকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা শুনেও আদর্শবাদী মুখার্জীর কোনো প্রতিবাদ নেই। কারণ রাজদরবার তাকে অন্ন যোগায়। সুতরাং বিবেকবান মানুষ হয়েও তাকে পরাজয় বরণ করতে হয়। সে অনুশোচনা করে, যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত হয়, ডুবে থাকে শ্যাম্পেনের নেশায় স্বপ্নমেদুর উপলব্ধির জগতে। শ্রমজীবী শ্রেণীর নেতা দুলাল মাহাতো প্রতিবাদী পুরুষ। চিরকালের বিপ্লবীদের মতো সে মৃত্যুবরণ করেছে। সমস্ত চরিত্রগুলি চেনাকালের মানুষ হলেও লেখক কাহিনীর মধ্যে একটা ব্যাঞ্জনা এনেছেন যাতে নামকরণ হয়ে উঠেছে সার্থক। ডঃ বীরেন্দ্র দত্ত তার 'বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন—

'ফসিল' নামের মধ্যে আছে গভীর শ্লেষ। জীবজন্তু ফসিল হয়। ফসিল হতে পারে মানুষও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পড়ে। কিন্তু মানুষেরই সৃষ্ট মৃত্যুতে আর এক মানবগোষ্ঠী ফসিল হবে আজ থেকে কয়েক লক্ষ বছর পরে। —এতো কল্পনার অতীত! সুস্থ সভ্যতার বিপরীতমুখী হয় এই চিন্তার প্রবাহ। মহারাজা ও গিবসনদের 'স্বার্থান্বেষী প্রয়াসে দুলাল মাহাতো ও কুর্মিরা যেভাবে ফসিল হওয়ার পক্ষে শিকার হল, তাতে মানবসভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্ক। 'ফসিল' যেন তেমন সভ্যতার ও সভ্যমানুষেরই! কাহিনীর এই ব্যঞ্জনায় নাম নিঃসন্দেহে সার্থক।'

গল্পের মধ্যে লেখক 'ফসিল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। গল্পের শেষ অংশে মুখার্জীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট মননের মধ্যে উঠে এসেছে ফসিল সম্পর্কিত ভাবনা। —"লক্ষ বছর পরে, এই পৃথিবীর কোনো একটা জাদুঘরে, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতুহলে স্থির দৃষ্টি মেলে, দেখছে কতগুলি ফসিল! অর্ধপশুগঠন, অপরিণত মস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাব-হিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের শিলীভূত অস্থিকঙ্কাল আর ছেনি, হাতুড়ী, গাঁইতি। কতগুলি লোহার ক্রুড কিম্ভুত হাতিয়ার। অনুমান করছে তারা, প্রাচীন পৃথিবীর একদল হতভাগ্য মানুষ বোধহয় একদিন আকস্মিক কোনো ভূ-বিপর্যয়ে কোয়ার্টর্স আর গ্রানিটের গহ্বরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে, শুধু কতগুলি সাদা সাদা ফসিল; তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের কোন দাগ নেই।"

Scanned by CamScanner

আদিমকালে মানুষ একে অপরকে হত্যা করত। কখন কখন এটা ছিল এক এক গোষ্ঠীর লড়াই। সেসব কাল আমরা পার হয়ে এসেছি। আদিম বর্বরতা আধুনিক সভ্যকালে আকাঙ্ক্ষিত নয়। কিন্তু গল্পে দেখলাম গোষ্ঠীগত লড়াই-এর চিত্র। সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী দুর্বল কৃষক কুলের মাথা ফাটাচ্ছে আদিম বর্বরতায়। গিবসন ম্যাককেনরা গ্রেট ভিলেন ও মুখোশধারী শয়তান। প্রয়োজনমত বর্বরতায় নিষ্ঠাবান। মহারাজ, অপরাধীকে উলঙ্গ করে নিয়ে মৌমাছি লেলিয়ে দেন। সিন্ডিকেটের অসাবধানতায়, উপেক্ষায় মরতে হয় নব্বইজন কুর্মিকে। অরাতিদমনের ফৌজদার কুকুর-ছাগলের মতো গুলি করে মারে কুর্মি-প্রজাদের। শেষ পর্যন্ত দুলাল মাহাতোকে খুন এবং সমস্ত লাশগুলোকে চৌদ্দ নম্বর পীটের মধ্যে নিক্ষেপ করার মধ্যে আদিম কালের নিষ্ঠুরতার পরিচয় স্পষ্ট। প্রমানিত হয় যে মানুষ নামেমাত্র সভ্য হয়েছে। কিন্তু গোষ্ঠীগত লড়াই বা শ্রেণীদ্বন্দ্ব, হত্যার আদিম প্রবণতা, অসভ্যতারই লক্ষণ। সভ্যতার প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ [Fossil] যেন বর্তমানকালের এই নগ্ন, ভয়াবহ রূপ। 'ফসিল' গল্পের নামকরণে এই ব্যঞ্জনা আছে।

অন্য একটি দিক থেকেও নামকরণ তাৎপর্যপূর্ণ। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সর্বহারা মানুষদের ব্যবহার করে। তাদের দুর্ভাগ্যের ইতিহাসকে গোপনে রাখা হয়। নিজেদের পাপ স্বার্থবাজরা ঢেকে রাখে সযত্নে। বুদ্ধিজীবী মানুষ এই স্বার্থবাজ শ্রেণীর সমস্ত পরিকল্পনাকে বুঝে উঠতে পারে না। বুঝলেও তারা অসহায় ভীরু। প্রবল কর্তৃপক্ষের হাতের ক্রীড়নক তারা। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় এটিই অমোঘ নিয়ম। দুলাল মাহাতো ও কুর্মিদের নির্মম পরিণতিতে শীলিভূত অস্থিকঙ্কাল [অর্থাৎ ফসিল] হওয়ার মধ্যে রয়েছে নিয়তির খেলা। গল্পের নামকরণ এই দিকটিকেও নির্দেশ করে।

সুবোধ ঘোষ সচেতন শিল্পী। গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। অনেকে মনে করতে পারেন যে 'ফসিল' নামটি যথাযথ হয়নি। কিন্তু আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি 'ফসিল' গল্পটির নামকরণ ব্যাঞ্জনাধর্মী।

Scanned by CamScanner